

## 1) প্রাকৃতিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তনে করোনার ভাইরাসের প্রভাব

- **লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)**
- **Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**
- **গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করুন।**
- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এতটাই ভয়াবহ যে, এটি থমকে দিয়েছে গোটা বিশ্ব। বিশ্বজুড়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে মানবজাতি। মারা যাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। ডিসেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে চীনের উহান থেকে এই ভাইরাসের বিস্তার শুরু হলেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দিক দিয়ে উচ্চ ঝুঁকিতে দিন অতিবাহিত করছে বাংলাদেশ।
- তাই, গত ২৬ মার্চ থেকে প্রায় ৮০-৯০ দিন বন্ধ রাখা হয়েছিল অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, শিল্পকারখানা, ইন্টারনেট। সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালতের কাজও অনেকাংশে সীমিত করা হয়েছিল। এখনো নিষিদ্ধ রয়েছে সকল ধরনের গণজমায়েত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমিত রাখা হয়েছে যানবাহন চলাচল। কমেছে মানুষের আনাগোনা। পরিবহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া অনেক অংশে কমে গিয়েছে। আর এতে অনেকটাই কমেছে বাতাসের দূষণ ও শব্দ দূষণের মাত্রা। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশের তালিকায় ভারত ও চীনের পরে বাংলাদেশের অবস্থান। অন্যদিকে, বড় শহরগুলোর মধ্যে দূষণের দিক দিয়ে বিশ্বে রাজধানী ঢাকার অবস্থান তৃতীয়।
- কোপারনিকাস অ্যাটমোস্ফিয়ার মনিটরিং সার্ভিস (সিএএমএস) ও কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস নিশ্চিত করেছে যে, লকডাউনের কারণে সম্প্রতি চীনে প্রায় ২৫ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমেছে। নির্গমন কমে আসায় ওজন স্তরে যে বিশাল ক্ষতি বা গর্ত তৈরি হয়েছিল তা পৃথিবী নিজেই সারিয়ে তুলছে। এর আগে করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে এপ্রিলের শুরুতে বরফে ঢাকা উত্তর মেরুর আকাশে ওজন স্তরে ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ বর্গকিলোমিটারের একটি বিশাল গর্ত তৈরির কথা জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। এই গর্ত দক্ষিণের দিকে মোড় নিলে সরাসরি হুমকির মুখে পড়তো বিশ্ববাসী।
- ভাইরাসের কারণে কার্যত লকডাউন বিশ্বজুড়ে। এর ফলে প্রকৃতিতে পড়েছে এক অদ্ভুত প্রভাব। প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে নিজস্ব রূপ। বিশেষজ্ঞদের মতে, আকর্ষণীয়ভাবে কমে গিয়েছে গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রকোপ। পাশাপাশি কমেছে দূষণের মাত্রাও।

- বিশেষজ্ঞদের মতে, ঢাকার বাতাসের দূষণ অনেক কমেছে। স্বাভাবিক সময়ে ঢাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা ২৫০ থেকে ৩০০ পর্যন্ত থাকে। এক জরিপে দেখা গেছে, পর পর কয়েক দিন ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা ছিল ১৯৫, ১৫৭। যানবাহন ও শিল্প কারখানার কালো ধোঁয়া বর্তমানে ঢাকার আকাশে তেমন নেই। সে কারণেই বায়ুদূষণের মাত্রা ৯৩-এ নেমে এসেছে।
- আন্তর্জাতিক মান অনুসারে, বায়ুর মান শূন্য থেকে ৫০ থাকা মানে বায়ু স্বাস্থ্যকর। ৫০ থেকে ১০০ হচ্ছে সহনীয় অবস্থা। ১০০ থেকে ১৫০ সংবেদনশীল, ১৫০ থেকে ২০০ অস্বাস্থ্যকর, ২০০ থেকে ৩০০ খুবই অস্বাস্থ্যকর, ৩০০ থেকে ৫০০ হচ্ছে বিপদজনক অবস্থা।
- জীবনযাত্রাকে থমকে দেয়া করোনা ভাইরাস প্রকৃতিতে যেন আশীর্বাদই হয়ে এসেছে। ঢাকার আকাশে খেলা করছে নীল ও সাদা মেঘ, রাতের আকাশে মিটি মিটি করে জ্বলছে তারকারাজি। গাছে গাছে ফুটেছে মন মাতানো হরেক রকমের ফুল। গাছের মগডালে বসে ডাকছে কোকিল ও ঝাঁঝি পোকা। এ যেন সত্যিই বাংলার চিরাচরিত রূপ। যা এক সময় শুধু উপভোগ করেছে গ্রাম-বাংলার মানুষ। নগরবাসীর আত্মোপলব্ধিকে জাগিয়ে তোলার এ অপার কৌশল প্রকৃতিদেবীর। তাই প্রকৃতি নিজের সুসমা, সৌন্দর্যরাশি যেন একের পর এক তুলে ধরেছে।
- পাহাড়গুলো ফিরে পেয়েছে তার সৌন্দর্য। পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট লেক, ঝরনা, আর নদীর পানি এতোটাই স্বচ্ছ, যা আগে কখনো কেউ দেখেনি।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারেও নেই কোন কোলাহল। সৈকতের বুকে জনমানবের পদচারণা না থাকায় নীরবে সবুজ গালিচা তৈরি করায় ব্যস্ত 'সাগরলতা'।
- পরিবেশবাদীদের মতে, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে থাকলেও এখন আর সেই দৃশ্য নেই। আশার কথা হলো- অন্তত এ সংকটময় মুহূর্তে প্রকৃতি তার নিজের রূপ ফিরে পেয়েছে। এ অবস্থাকে ধরে রাখতে হবে। তাই বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যটক আগমন সীমিত এবং পর্যটন শিল্পকে পরিবেশবান্ধব গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এটা নিশ্চিত করা গেলে পর্যটন ও প্রকৃতি দুটোকেই রক্ষা করা সম্ভব।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা, পানি ও বায়ুদূষণ এবং জীববৈচিত্র্য ও মাটির ওপর বিরূপ প্রভাবে পরিবেশের গুণগতমানের অবনতির কারণে মারা যাচ্ছে হাজারো মানুষ। সংক্রমিত সার্স, মার্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, নভেল করোনাভাইরাসের উৎপত্তি এবং সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া আফ্রান, বুলবুল, মহাসেন, সিডর, আইলা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে প্রকৃতি আমাদের বার্তা দিয়েছে নতুন করে ভাববার। আমরা যদি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এর প্রতিকার না করি, তাহলে এর ফল হবে ভয়াবহ। ধ্বংস হবে প্রাকৃতিক সম্পদ, বাড়বে অভিবাসন এবং সেই সঙ্গে বাড়বে সংঘাত।
- এসব কিছু রক্ষা করার জন্য এপ্রিল ২৯, ২০২০ ইং তারিখে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, করোনা পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।
- সর্বোপরি, শিল্পায়ন বিশ্বকে করেছে অনেক উন্নত ও আধুনিক। তাই শিল্পায়নের অগ্রগতি বজায় রেখেই বিশ্ববাসীকে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে উদ্বুদ্ধ এবং পরিবেশবাদী সংগঠন ও মিডিয়াগুলোকে এ বিষয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

## 2) "শূন্য শুল্ক চীনের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানী সম্পর্ক"

লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)

**Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**

**গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন "সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়"। তার এই নীতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ কুটনীতিতে একটি নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে আবিভূত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ সহ সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ।

এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেইড এগ্রিমেন্টের (আপটা) অধীনে চীনের বাজারে বাংলাদেশ এখন তিন হাজার ৯৫ টি পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। এক জুলাই, ২০২০ থেকে সেখানে যুক্ত হচ্ছে আরো পাঁচ হাজার ১৬১টি পণ্য। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি দাঁড়াল ৮,২৫৬ টিতে।

চীন সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশটির বাজারে বাংলাদেশ যত পণ্য পাঠাবে তার ৯৭ শতাংশই শুল্ক মুক্ত সুবিধা পাবে। এটাকে এক অর্ধ শত ভাগ শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধাও বলা যায়। কারণ বাংলাদেশ থেকে যত ধরনের পণ্য চীনে রপ্তানি হয় তার মধ্যে মাত্র তিনটি বাদে সবই বিনা শুল্কে চীনের বাজারে ঢুকতে পারবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোকে নিয়ে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি তালিকা তৈরি করে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ মোট ৪৭টি দেশ রয়েছে এতে। ২০০৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলডিসি দেশগুলোকে অন্তত ৯৭ ভাগ পণ্যে শুল্ক ছাড় দিতে বাধ্য উন্নত দেশগুলো। অন্যদিকে এই সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক না হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোও সাধ্যমত এই সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছিল।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে অনেক আগে থেকেই চিলি ৯৯.৫ শতাংশ, ভারত ৯৪.১ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া ৯০.৪ শতাংশ এবং তুরস্ক ৭৯.৭ শতাংশ পণ্যে শুল্ক ছাড় দিয়ে আসছে।

কী সুবিধা পাবে বাংলাদেশ?

বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের আকার প্রায় ১৫০০ কোটি ডলারের। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব বলছে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৮৫ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে দেশটি থেকে, বিপরীতে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৮৩ কোটি ডলার। এখন সিংহভাগ পণ্যে শুল্ক ছাড় পাওয়ায় বাংলাদেশের সামনে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সুবিধাটি এখন কেন?

১৭ জুন লাডাখে চীনের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘাতে ভারতের ২০ সেনা নিহত হয়। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। তার দুই দিন পরেই বাংলাদেশকে চীনের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার খবর এল। চলমান পরিস্থিতিতে চীন বাংলাদেশকে কাছে টানতেই পদক্ষেপটি নিয়েছে বলে ভারতীয় কয়েকটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ তাদের প্রাপ্যটাই পেয়েছে। কারণ, বাংলাদেশ এখনো স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায়, আর ২০২৪ সালে তা থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ। তার আগে এ সুবিধা আমাদের প্রাপ্য।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশের চীনের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি বহু পুরানো খবর। নতুন, এই খবরে কিছুটা হলেও বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। কিন্তু, সন্দেহ থেকেই গেল আসলে কোন কোন রপ্তানী পণ্যে এখনো শুল্কহার থাকছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের এখন কাজ হবে, চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে শতভাগ শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অর্জন করা। তবেই হয়তো গত অর্থবছরগুলোর চেয়ে চীনের বাজার থেকে বেশি রপ্তানী আয় পাবে বাংলাদেশ।

### 3) Corona's impact on unemployment and Poverty growth rate in Bangladesh"

"বাংলাদেশে দারিদ্র এবং বেকারত্ব বৃদ্ধিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব"

- লিখেছেনঃ **Latifur Rahman Liton (Admin)**
- **Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**
- **গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।**
- The global epidemic corona is not only killing people at an increasing rate but also crippling the world economy. The economy is facing a Great Depression, which is expected to surpass all previous Great Depression. So, now we have to think about the issue of corona's impact on the economy, also think about the next economic restructuring.

Unemployment will emerge as a major problem due to the terrible recession. **Bank Recruitment Exam Boost**

- বৈশ্বিক মহামারী করোনায় ক্রমবর্ধমান হারে শুধু মানুষই মারা যাচ্ছে না, একই সঙ্গে তা বিশ্ব অর্থনীতিকেও থামিয়ে দিচ্ছে। অর্থনীতি মহামন্দার সম্মুখীন, যা অতীতের সব মহামন্দাকেই ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব মোকাবেলার বিষয়টি নিয়ে তাই এখনই ভাবতে হবে। ভাবতে হবে করোনা পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠন নিয়েও। ভয়াবহ মন্দার কারণে বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হবে।
- The retrenchment has already started. The International Labor Organization (ILO) fears that the adverse effects of the coronavirus on the global economy could cause 3.3 billion working people to become partially or completely unemployed.
- ইতোমধ্যে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে তাতে ৩৩০ কোটি কর্মক্ষম মানুষের আংশিক বা পুরোপুরি বেকার হয়ে যেতে পারে।
- The United Nations says no such crisis has occurred since World War II. In December last year, the ILO had predicted that 2.5 crore people would become unemployed again. However, as the prevalence of coronavirus is long, that prognosis is no longer valid. In addition, in the second quarter of 2020, the company thinks that the global organizations can reduce the working hours by 7.8 percent. This will create the reality of about 200 million full-time working people losing their jobs.
- জাতিসংঘের এই সহযোগী সংগঠন বলেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন সংকট আর আসেনি। গত বছর ডিসেম্বরে আড়াই কোটি মানুষের নতুন করে বেকার হয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল আইএলও। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দীর্ঘ হওয়ায় সেই পূর্বাভাস আর টিকছে না। এছাড়া ২০২০ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলো ৬ দশমিক ৭ শতাংশ কর্মঘণ্টা কমিয়ে দিতে পারে বলে মনে করছে সংস্থাটি। এটি প্রায় ২০ কোটি পূর্ণকালীন কর্মজীবী মানুষের চাকরি হারানোর বাস্তবতা সৃষ্টি করবে।
- The organisation also said that 24.7 million more people will become jobless, on top of the 188 million registered as unemployed in 2019.
- সংস্থাটি আরও বলেছে যে, ২০১৯ সালের নিবন্ধিত বেকার হিসাবে ১৮৮ মিলিয়নের সাথে আরও ২৪.৭ মিলিয়ন মানুষ বেকার হয়ে পড়বে।
- Self-employment in developing countries like Bangladesh, often serves to cushion the impact of economic shifts. But it might not do so this time due to severe restrictions being placed on the movement of people and goods. Reduction in access to work will also mean large income losses for workers. The ILO study estimates these US\$3.4 trillion by the end

of 2020. This will translate into falls in consumption of goods and services, in turn affecting the prospects for businesses and economies.

- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আত্ম-কর্মসংস্থান প্রায়শই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তবে লোক ও পণ্যদ্রব্য চলাচলে গুরুতর বিধিনিষেধের কারণে এটি এখন তেমন প্রভাব ফেলতে পারছে না। কাজের পরিস্থিতি হ্রাস মানে শ্রমিকদের জন্য বৃহত আয়ের ক্ষতি। আইএলও সমীক্ষা দেখা গিয়েছে, ২০২০ শেষে এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- যা বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবাগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবে, যার ফলে ব্যবসা এবং অর্থনীতির সম্ভাবনাগুলিকে প্রভাবিত করবে।
- The number of people who live in poverty despite holding one or more jobs will also increase significantly. It is estimated that between 8.8 and 35 million more people will be added to the ranks of the working poor.
- এক বা একাধিক চাকরি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। অনুমান করা যায় যে, ৮.৮ থেকে ৩৫ মিলিয়ন শ্রমজীবী মানুষ নতুনভাবে দরিদ্রদের মধ্যে যোগ হবে।
- The strain on incomes resulting from the decline in economic activities will devastate workers close to or below the poverty line. Therefore, it needs urgent large-scale and coordinated measures to protect workers in the workplace. These includes support jobs and income through social protections, paid leave and other subsidies. **Bank Recruitment Exam Boost (BREB) গ্রুপে জয়েন করেন।**
- অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হ্রাসের কারণে আয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করলে দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি বা তার নিচে শ্রমিকরা নিঃস্ব হয়ে যাবে। সুতরাং, কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের রক্ষার জন্য বৃহত আকারে এবং সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া অতীব জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা, বেতনসহ ছুটি এবং অন্যান্য ভর্তুকির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়ের সহায়তা দেওয়া।
- One of the major strengths of our economy is the garment sector which is going on somehow now. A large part of the employment depends on the garment industry. Our economy is prospering by exporting to this sector which has potential and a strong position in the economy. Because most of the export products of Bangladesh are garments. Exports to Europe and America have been affected by the corona.
- আমাদের অর্থনীতির একটি বড় শক্তি হলো গার্মেন্ট খাত যা এখন কোনো রকমে চলছে। পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভর কর্মসংস্থানের একটি বিশাল অংশ। সম্ভাবনাময় এবং অর্থনীতিকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়া এই খাতে রপ্তানি করে আমাদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে বেশির ভাগই পোশাক। ইউরোপ এবং আমেরিকায় করোনার প্রভাবের কারণে রপ্তানিতে প্রভাব পড়েছে।
- Necessary steps have to be taken to keep the daily necessities market stable. The effects of coronavirus will eventually subside. The world will try to turn around. The world turned around even after the last Great Depression. It should be noted that no one's job should be lost during this time. The government has announced incentives. Staff layoffs will not

be a permanent solution. Bangladesh's economic growth is in a strong position. In order to maintain this condition, the continuity of the economy must be maintained.

- নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। করোনাভাইরাসের প্রভাব একসময় স্তিমিত হয়ে আসবে। বিশ্ব চেষ্টা করবে ঘুরে দাঁড়াতে। বিগত মহামন্দার পরেও বিশ্ব ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ রাখতে হবে, এই সময়টায় কারও চাকরি যেন না যায়। সরকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। কর্মী ছাঁটাই স্থায়ী কোনো সমাধান হবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এই অবস্থা বজায় রাখতে হলে অর্থনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
- Bangladesh's economic growth is in a strong position. In order to maintain this condition, the continuity of the economy must be maintained. Emphasis should also be placed on diversification of export products to prevent the economy from slowing down due to the Corona effect. However, this push will not come from one side only. It will have an impact on technology products, garment products, daily necessities, and even communications. Thus, the government is struggling to take multi-pronged measures to eliminate the problem of unemployment in the country.
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এই অবস্থা বজায় রাখতে হলে অর্থনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। করোনার প্রভাবে অর্থনীতির গতি ধীর হওয়ার অবস্থা রুখতে রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যের ওপরও জোর দিতে হবে। তবে এ ধাক্কা কেবল একদিক থেকে আসবে না। প্রযুক্তিপণ্য, গার্মেন্টপণ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, এমনকি যোগাযোগ ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে। এমনভাবেই দেশের বেকার সমস্যা দূর করার জন্য সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েও কিনারা করতে হিমশিম খাচ্ছে।
- Now if its number increases further then the situation will be dire. So the problem of unemployment must be handled by skilled hands.
- এখন যদি এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। তাই বেকারত্বের সমস্যা দক্ষ হাতে সামাল দিতে হবে। করোনার প্রভাবে অর্থনীতির গতি ধীর হওয়ার অবস্থা রুখতে রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যের ওপরও জোর দিতে হবে।

#### 4) ভারত এবং চীনের বিরূপ সম্পর্কে বাংলাদেশ কার পক্ষ নেবে?/"ভারত-চীন বৈরী সম্পর্কে বাংলাদেশের করণীয়"

Whose side will Bangladesh take on the hostility between India and China?

- লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)
- Bank Recruitment Exam Boost(BREB)
- গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।

- বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যেই পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা অর্থাৎ ৪টি দেশের সাথে চীনের সঙ্ঘতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে চীনের অর্থায়নে আরব সাগরে গোয়াদার সমুদ্রবন্দর এবং শ্রীলঙ্কায় ভারত মহাসাগরে হাম্বানটোটা সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করছে চীন। ডোকলাম ত্রিমুখী সীমানা নিয়ে ২০১৭ সালে ভুটান ও ভারতের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা হয় এবং এর প্রেক্ষাপটে ভুটান ও চীনামুখী হয়।
- At present, out of 8 countries in South Asia, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, i.e 4 countries, China's capacity has increased tremendously. For example, China is building the Chinese-funded port of Gwadar in the Arabian Sea in Pakistan's Balochistan province and the seaport of Hambantota in the Indian Ocean in Sri Lanka. In 2017, Bhutan and India clashed over the Doklam three-way border, and in this context, Bhutan and China became one.
- অবশ্য ২০১৮ সালে মালদ্বীপের সাধারণ নির্বাচনে ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ ক্ষমতায় আসলে তিনি ভারতমুখী হয় এবং এতে চীনা প্রভাব হ্রাস পায় যদিও মালদ্বীপে চীনা প্রচুর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আর, রোহিঙ্গা সমস্যা সহ নানাবিধ কারণে মায়ানমার ভারত ও চীন দুই দেশকে সমান সমর্থন দিয়ে আসছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।
- However, when Ibrahim Mohammed Salih came to power in the Maldives general election in 2018, he actually turned to India and this reduced Chinese influence, even though a lot of Chinese infrastructure is being built in the Maldives.
- চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধ শুধু লাদাখ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে পড়বে বাংলাদেশের সিল্কিটে অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তে। চীন অরুণাচলসহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত তিব্বতের বাইরের অংশ বলে মনে করে। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে তারা অরুণাচলের তোয়াং অঞ্চলসহ এক-তৃতীয়াংশ দখল করেছিল। পরবর্তী সময়ে এককভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করেছিল। ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা এখনই সেই হারের প্রতিশোধের সময় মনে করলেও, তেমন পরিস্থিতিতে নেপাল কোন পথে থাকবে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- The china-Indian border war will not be limited to Ladakh. It will spread to the border of Arunachal Pradesh near Bangladesh. China considers the Brahmaputra valley, including Arunachal Pradesh, to be the outermost part of Tibet. In the 1962 war, they



occupied one-third of the territory, including the Toang region of Arunachal Pradesh. The next time the troops withdrew alone. While Indian experts now think it is time to retaliate against that rate, it is important to know which way Nepal will go in such a situation.

- ভারতকে প্রচণ্ড মানসিকভাবে চাপে রাখার জন্যে অস্ত্র হিসেবে নেপালকে ব্যবহার করছে চীন। চীনের সমর্থনেই নেপাল সম্প্রতি ৩টি অঞ্চল (কালাপানি, লিপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরা) নিজেদের মানচিত্রে যুক্ত করে পার্লামেন্টে ভোটাভুটির মাধ্যমে। এই ৩টি অঞ্চল নিয়ে নেপাল-ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। নেপাল ভারতকে তোয়াক্কা না করে চীনের ইন্টারনালি সমর্থনেই এ কাজটি করেছে।
- China is using Nepal as a weapon to put great pressure on India. With the support of China, Nepal recently added three regions (Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura) to its map through a parliamentary vote. There is a long-standing dispute between Nepal and India over these three territories. Nepal has done this with the internal support of China without bothering India
- দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে ভাল সম্পর্ক রয়েছে বাংলাদেশের সাথে। এক কথায় বলা যায় খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, স্বাধীনতার পর।
- তবে লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মেগা প্রজেক্টে চীনা অর্থায়ন ও অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে (যেমন: পদ্মা সেতু নির্মাণ, কর্ণফুলী টানেল, বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি) ।
- Among the South Asian countries, India currently has the best relations with Bangladesh. In a word, a very friendly relationship, after independence.
- However, it is noteworthy that Chinese financing and construction of infrastructure is underway in most of the mega projects in Bangladesh (eg: construction of Padma bridge, Karnafuli tunnel, various power projects, etc.
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ২৫% শেয়ার চীনের দখলে।
- ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছিলেন যে চীনের সাহায্যে তারা চট্টগ্রামের গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব যখন বাংলাদেশ চীনের কাছে দেয়, তখন চীন সেটি গ্রহণ করেছিল। এই বন্দর নির্মাণে বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে

এসেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং জাপানের চাপের মুখে বাংলাদেশকে সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

- China holds 25% stake in Dhaka Stock Exchange.
- In 2010, the Prime Minister of Bangladesh expressed hope that with the help of China, they would build a deep seaport in Chittagong. But when Bangladesh made this offer to China, China accepted it. Bangladesh came forward with the help of this port. But under pressure from the United States, India and Japan, Bangladesh had to withdraw the offer. Later, Bangladesh is constructing a seaport in Chittagong with the help of Japan.
- বাংলাদেশের অনেক সমরাস্ত্র চীন থেকে আনা। বাংলাদেশি সেনা অফিসাররা চীন থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ভারতের সঙ্গেও বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কিন্তু সেটা রাজনৈতিক সম্পর্ক, সামরিক নয়। এখনো পর্যন্ত ভারত থেকে বাংলাদেশ সে পরিমাণ সমরাস্ত্র কেনেনি।
- Many of Bangladesh's weapons were brought from China. Bangladeshi army officers have received training from China. Bangladesh also has a very close relationship with India, but it is a political relationship, not a military one. So far Bangladesh has not bought that much arms from India
- ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের হিসাবে বিদ্যায়ী অর্থবছরে চীন থেকে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য রয়েছে। আবার, ভারতের সাথে গত অর্থবছরে রপ্তানী আয় ১০৭ কোটি ডলার। কাজেই এক দেশ বাদ দিয়ে আরেক দেশের পক্ষ নেওয়া একটা জটিল বিষয়। অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি- সব দিক দিয়ে জড়িয়ে আছে দেশ দুটি। কাজেই বাংলাদেশের মতো দেশগুলো, চীন এবং ভারত- দুই দেশের সঙ্গেই যাদের এরকম সম্পর্ক, তাদের জন্য বেশ জটিল একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে পক্ষপাতিত্ব করা।
- According to the FBCCI, the apex body of traders, China has about 13 billion in bilateral trade in the outgoing fiscal year. Therefore, excluding one country and taking the side of another is a complex issue. Economy, politics, diplomacy - the two countries are involved in all aspects. Therefore, countries like Bangladesh, China and India - those who have such a relationship with the two countries, it will be a very complicated situation to create bias.

- ২০১৭ সালে বাংলাদেশ চীন থেকে নবযাত্রা ও জয়যাত্রা নামে ২টি সাবমেরিন ক্রয় করে, ভারত এতে চরম অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে তবে এটা বাংলাদেশ অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে তা ব্যালেন্সিং করে। সুতরাং বাংলাদেশ যেমন ২ দেশের সাথেই কূটনীতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে এবং ভবিষ্যতে চলতে হবে।
- In 2017, Bangladesh purchased two submarines from China called Navayatra and Jayayatra. India expressed its extreme dissatisfaction with this, but it is Bangladesh that balances it very nicely and skillfully. So Bangladesh is maintaining diplomatic and economic relations with two countries and will continue to do so in the future.

## 5)"বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০২০-২০২১"

লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)

**Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**

**গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।**

কোন একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত সরকারি খাতের উন্নয়ন নীতিমালা, কর্মসূচি, বিনিয়োগ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পরিচালনা ও অর্জনের জন্য ঐ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কোন একটি নির্দিষ্ট বছরে বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন খাতের প্রকল্পসমূহের তালিকা এবং তাদের জন্য আর্থিক বরাদ্দসহ প্রণীত কর্মসূচি হচ্ছে এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী। আর, প্রতি বছর বাজেটের মধ্যে এ কর্মসূচী আওতাভুক্ত করা থাকে এবং এর অনুমোদন দেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ।

সেই ধারাবাহিকতায়, আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৪ কোটি ৭৯ লাখ টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় হবে এক লাখ ৩৪ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা থেকে ৭০ হাজার ৫০১ কোটি ৭২ লাখ টাকা।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার ১ লাখ ৯২ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। সে তুলনায় নতুন এডিপির আকার বাড়ছে ১২ হাজার ২২৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকা, শতকরা হারে তা ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ। আর এর বাইরে ৯ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে।

করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১০ হাজার ১০৮ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের এডিপিতে দেয়া হয়েছে ১৩ হাজার ৩৩ কোটি টাকা। তুলনামূলক বরাদ্দ বেড়েছে ২ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা। এছাড়া কৃষি খাতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ৬২৪ কোটি টাকা। নতুন এডিপিতি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৮ হাজার ৩৮২ কোটি টাকা। বরাদ্দ বাড়ছে ১ হাজার ৭৫৯ কোটি টাকা।

চলতি অর্থবছরের ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) সংশোধিত এডিপির বাস্তবায়ন হয়েছে ৪৯ দশমিক ১৩ শতাংশ, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৫৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের ১০ মাসে ব্যয় হয়েছে ৯৮ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ব্যয় হয়েছিল ৯৭ হাজার ৩০ কোটি টাকা। ফলে শতাংশ হিসাবে বাস্তবায়ন কমলেও গত বছরের তুলনায় বেশি টাকা খরচ হয়েছে।

খাতভিত্তিক বরাদ্দ:

আগামী অর্থবছরের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাওয়া উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর চিত্র নিচে উল্লেখ করা হল-

- পরিবহন খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫২ হাজার ১৮৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৩ হাজার ৩২ কোটি ৬০ লাখ টাকা;
- কৃষি খাতে ৮ হাজার ৩৮২ কোটি ১২ লাখ টাকা;
- শিল্প খাতে তিন হাজার ৭৫৪ কোটি ৭৪ লাখ টাকা;
- বিদ্যুৎ খাতে ২৪ হাজার ৮০৩ কোটি টাকা;
- যোগাযোগ খাতে দুই হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা;
- শিক্ষা ও ধর্ম খাতে ২৩ হাজার ৩৮৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা; -গণসংযোগ খাতে ২৬২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা;

- সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন খাতে ৯৩০ কোটি টাকা;
- বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ১৮ হাজার ৪৪৭ কোটি টাকা;
- শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতে ৫৭৪ কোটি ৫৬ লাখ টাকা; -জনপ্রশাসন খাতে চার হাজার ৮৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা; -পানিসম্পদ খাতে পাঁচ হাজার ৫২৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকা; -ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ খাতে ২৫ হাজার ৭৯৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকা;
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে ৫১৮ কোটি ৫৪ লাখ টাকা;
- পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে ১৫ হাজার ৫৫৪ কোটি ৮৩ লাখ টাকা।
- এছাড়া তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে বরাদ্দ রয়েছে এক হাজার ৮৩৫ কোটি ৬২ লাখ টাকা।

#### মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ বরাদ্দ:

আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে মন্ত্রণালয়সহ সরকারি দফতরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে, -স্থানীয় সরকার বিভাগ— ৩১ হাজার ১৩১ কোটি টাকা, যা মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ১৫ দশমিক ১৮ শতাংশ।

- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে, ২৪ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা।
- তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ ২৪ হাজার ৮০৩ কোটি টাকা পেয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ। এছাড়া পর্যায়ক্রমে
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১৭ হাজার ৩৮৮ কোটি ৯৪ লাখ টাকা,
- রেলপথ মন্ত্রণালয় ১২ হাজার ৪৯১ কোটি ৩০ লাখ টাকা, -স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ১০ হাজার ৫৩ কোটি ৮৬ লাখ টাকা, -মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ৯ হাজার ৮৬৫ কোটি ২৩ লাখ টাকা,
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯ হাজার ৪০৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা,
- সেতু বিভাগ সাত হাজার ৯৭২ কোটি টাকা
- পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ধরা হচ্ছে ছয় হাজার ২৬৯ কোটি ৪২ লাখ টাকা। অন্যদিকে এডিপিতে সর্বনিম্ন বরাদ্দ পেয়েছে জাতীয় সংসদ সচিবালয়, যার পরিমাণ ৮৩ লাখ টাকা।

#### মেগা ৭ প্রকল্পে বরাদ্দ:

- পদ্মাসেতু প্রকল্পে আগামী অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকা।

- এছাড়া মেট্রোরেল প্রকল্পে ০৪ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা, -রূপপুর পারমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে ১৫ হাজার ৬৯১ কোটি টাকা,
- পদ্মাসেতুতে রেল সংযোগ প্রকল্পে ০৩ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা,
- পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পে ৩৫০ কোটি টাকা
- মাতারবাড়ী আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে তিন হাজার ৬৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মিয়ানমারের কাছাকাছি ঘুমধুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দেড় হাজার কোটি টাকা।

এডিপিতে যত প্রকল্প:

- আগামী অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দসহ অনুমোদিত প্রকল্প রয়েছে ১ হাজার ৬৭৭টি।
- এর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প আছে ৮৯টি।
- বরাদ্দহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প রয়েছে ১ হাজার ৩৪৭টি।
- বৈদেশিক সহায়তাপ্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দহীন অননুমোদিত প্রকল্প রয়েছে ৯৬টি।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) প্রকল্প রয়েছে ৬১টি।
- সম্ভাব্য সমাপ্য প্রকল্প ৩৮২টি।
- মেয়াদোত্তীর্ণ ৩৪৩টি প্রকল্পও রয়েছে এডিপিতে।

6) বাংলাদেশ নিয়ে কোন ফোকাস রাইটিং/প্রবন্ধ/রচনা/প্রশ্ন/মাই আসুক না কেন নিচের তথ্য গুলোর সাহায্য নিতে পারেন।(তথ্য:বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বাতায়ন)- পরিবর্তনশীল

লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)

Bank Recruitment Exam Boost(BREB)

গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।

প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই বাংলাদেশ। এই দেশে পরিচিত অপরিচিত অনেক পর্যটক-আকর্ষক স্থান আছে। এর মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক মসজিদ এবং মিনার, পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত, পাহাড়, অরণ্য ইত্যাদি অন্যতম। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি এলাকা বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর পূর্ব অংশে অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তর সীমানা থেকে কিছু দূরে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য এবং মায়ানমারের পাহাড়ী এলাকা। অসংখ্য নদ-নদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ প্রধানত সমতল ভূমি। দেশের উল্লেখযোগ্য নদ-নদী হলো- পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা ও কর্ণফুলী। একেকটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন ধরনের। বাংলাদেশ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেশ যার বাস সুন্দরবনে। এছাড়াও এখানে রয়েছে লাল মাটি দিয়ে নির্মিত মন্দির। এদেশে উল্লেখযোগ্য পর্যটন এলাকার মধ্যে রয়েছে: শ্রীমঙ্গল, যেখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে চা বাগান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে-ময়নামতি, মহাস্থানগড় এবং পাহাড়পুর। রাঙ্গামাট, কাপ্তাই এবং কক্সবাজার প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য খ্যাত। সুন্দরবনে আছে বন্য প্রাণী এবং পৃথিবীখ্যাত ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এ বনাঞ্চলে অবস্থিত। এক নজরে বাংলাদেশসাংবিধানিক নাম: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সাপ্তাহিক ছুটি: শুক্রবার ও শনিবার। কিছু কিছু অফিস শনিবার খোলা থাকে।

আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড : +৮৮০

আন্তর্জাতিক সময় অঞ্চল: বিএসটি (জিএমটি +৬ ঘন্টা)

জনগণ

জনসংখ্যা : ১৬.১৭ কোটি (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

পুরুষ : ৮.১০ কোটি

মহিলা : ৮.০৭ কোটি

শিক্ষার হার : ৭২%

ভাষা :

বাংলা (জাতীয় ভাষা) - ৯৫% জনগণ

অন্যান্য ভাষা - ৫%

ইংরেজির ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ধর্ম

মুসলিম - ৮৬.৬%,

হিন্দু - ১২.১%

বৌদ্ধ - ০.৬%

খ্রিস্টান - ০.৪% এবং

অন্যান্য - ০.৩%.

বয়স-ভিত্তিক বন্টন :

০-১৪ বছর : ৩০.৮%

১৫-৪৯ বছর : ৫৩.৭%

৫০-৫৯ বছর : ৮.২%

৬০ বছরের উর্ধ্ব : ৮.১%

(সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার: ১.৩৭%

জন্মহার: প্রতি হাজারে ১৮.৮ জন

মৃত্যুহার : প্রতি হাজারে ৫.১ জন

লিঙ্গ বন্টন :

লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ) : ১০০.২

উর্বরতা হার : নারীপ্রতি ২.৩ শিশু (সূত্র)

জাতিগোষ্ঠী:

বাঙালি : ৯৮%

ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী : ২%

প্রধান নৃ গোষ্ঠীসমূহ : চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, মনিপুরী, ত্রিপুরা, তনচংগা

ভূগোল

ভৌগোলিক অবস্থান :



২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° ৩৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং

৮৮° ০১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

আয়তন : ১৪৭,৫৭০ বর্গকিমি (ভূমি : ১৩৩,৯১০ বর্গকিমি, জলজ : ১০,০৯০ বর্গকিমি)

সীমানা :

উত্তরে ভারত (পশ্চিমবঙ্গ আর মেঘালয়)

পশ্চিমে ভারত (পশ্চিম বঙ্গ )

পূর্বে ভারত (ত্রিপুরা ও আসাম) এবং মিয়ানমার

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর

সীমানা দৈর্ঘ্য : ৪,২৪৬ কিমি. (মায়ানমার : ১৮০-১৯৩ কিমি., ভারত : ৪,০৫৩ কিমি.)

সমুদ্র সীমানা : ৫৮০ কিমি.

মহীসোপান : মহাদ্বীপীয় মার্জিন বাইরের সীমা অবধি

বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা : ২০০ নটিক্যাল মাইল

সমুদ্র এলাকা : ১২ নটিক্যাল মাইল

ভূমির ধরন : প্রধানত সমভূমি, পূর্ব ও দক্ষিণপূর্বে পাহাড়ি ভূমি

রাজধানী : ঢাকা

এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যান :

বিভাগ ৮টি - ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ

জেলা ৬৪ টি

উপজেলা ৪৯২ টি

প্রধান নদীসমূহ : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, তিস্তা, শীতলক্ষ্যা, রূপসা, মধুমতি, গড়াই, মহানন্দা

জলবায়ু

জলবায়ুর ধরন : উপ ক্রান্তীয় মৌসুমি বায়ু

গড় তাপমাত্রা : শীতকালে  $15^{\circ}$  সি -  $20^{\circ}$  সি (অক্টোবর - ফেব্রুয়ারি)

গ্রীষ্মকালে  $25^{\circ}$  সি -  $38^{\circ}$  সি (মার্চ - সেপ্টেম্বর)

বৃষ্টিপাত : ১১০০ মিমি. - ৩৪০০ মিমি. (জুন - আগস্ট)

আর্দ্রতা :

সর্বোচ্চ ৯৯% (জুলাই),

সর্বনিম্ন ৩৬% (ডিসেম্বর - জানুয়ারি)

অর্থনীতি

অর্জন : বাংলাদেশ D-8 এর সদস্য

গোল্ডম্যান স্যাস কর্তৃক “Next Eleven Economy of the world” হিসেবে বিবেচিত।

মাথাপিছু আয় : \$১৯০৯ (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৯)

জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%) : ৮.২% (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৯)

দারিদ্র্যের হার : ২১.৫% (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৯)

মানব উন্নয়ন সূচকে অবস্থান : ১৩৫ তম

আন্তর্জাতিক অনুদান নির্ভরতা: ২%

প্রধান ফসল : ধান, পাট, চা, গম, আঁখ, ডাল, সরিষা, আলু, সবজি, ইত্যাদি।

প্রধান শিল্প : পোশাকশিল্প (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), পাট (বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী), চা, সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত, চিনি, কাগজ, ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, ঔষধ, মৎস্য।

প্রধান রপ্তানি : পোশাক (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), হিমায়িত চিংড়ি, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি, পাট ও পাটজাত দ্রব্য (পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম), সিরামিক্স, আইটি আউটসোর্সিং, ইত্যাদি।

প্রধান আমদানি : গম, সার, পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি, তুলা, খাবার তেল, ইত্যাদি।

প্রধান খনিজ সম্পদ : প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চিনামাটি, কাচ বালি, ইত্যাদি।

মুদ্রা : টাকা (বিডিটি - প্রতীক ট)

১০০০, ৫০০, ২০০, ১০০, ৫০, ২০, ১০, ৫, ২, ও ১ টাকার নোট আর

৫০, ২৫, ১০, ৫, ২৫, ১০, ৫ ও ১ পয়সা

শ্রমিক বন্টন: ৫.৪১ কোটিপুরুষ: ৩.৭৯ কোটি,নারী: ১.৬২ কোটি (সূত্র : বিইএস)

শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিক বন্টন:

কৃষি : ৪৮.৪%,শিল্প : ২৪.৩%,অন্যান্য : ২৭.৩% সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিবহন ব্যবস্থা : সড়ক, আকাশপথ, রেল, নদীপথ (বিস্তারিত)

ইপিজেড : ঢাকা, উত্তরা, আদমজী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, কর্ণফুলী, এবং মংলা।

ঐতিহাসিক দিনসমূহ

স্বাধীনতা দিবস: ২৬ মার্চ, বিজয় দিবস: ১৬ ডিসেম্বর, শহীদ দিবস: ২১ ফেব্রুয়ারি (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পরিচিত)

পর্যটন আকর্ষণ: ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, বগুড়া, খুলনা, সুন্দারবন, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, এবং কুমিল্লা

বিমানবন্দর: ঢাকা (আন্তর্জাতিক), চট্টগ্রাম (আন্তর্জাতিক), সিলেট (আন্তর্জাতিক), যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর (আন্তর্জাতিক), বরিশাল, কক্সবাজারআরও

তথ্য: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন তথ্য প্রযুক্তি (আইটি)

জাতীয় ডোমেইন: .bd ইন্টারনেট অনুপ্রবেশ : ৬.৬৭ কোটি (২০১৭) সূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

মোবাইল ব্যবহারকারী : ১২ কোটি ৮৩ লক্ষ (২০১৭)

মোবাইল অনুপ্রবেশ : জনসংখ্যার ৮০%

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রম:

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ

৪র্থ বৃহৎ মুসলিম দেশ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসাবে বিশ্বের ৩য় দেশ

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বের ৭ম বৃহৎ দেশ, ১০ কোটির উপর জনসংখ্যার দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ (সূত্র)

গাঙ্গেয় বদ্বীপে অবস্থিত, যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ

কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত

জিডিপি দিক থেকে, বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর ৩৫তম দেশ কিন্তু জিডিপি বৃদ্ধির দিক থেকে পৃথিবীর ২৮তম অর্থনীতি (সূত্র)

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম পোশাকশিল্প (সূত্র)

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাট উৎপাদনকারী দেশ (পাট উদ্ভিদ আঁশের মধ্যে উৎপাদনের দিক দিয়ে ২য়, তুলার পরেই অবস্থান)

সুন্দরবন (বাংলাদেশ ও ভারত) পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নূন্যতম মজুরি পৃথিবীর সর্বনিম্ন (বেসরকারি সূত্র) গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

7) করোনা মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজে অর্থনীতির চিত্র "

লিখেছেন: Latifur Rahman Liton (Admin)

## Bank Recruitment Exam Boost(BREB)

**গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।**

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবিলায় নতুনটি চারটিসহ মোট পাঁচটি প্যাকেজে প্রায় ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি সবাইকে দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘সম্ভাব্য এই বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক সংকট হতে উত্তরণের জন্য রপ্তানি খাতের পাশাপাশি দেশীয় পণ্যের প্রতি আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমি সকলকে দেশীয় পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বাংলাদেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম।’ তিনি আরোও বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে আশ্চর্য এক সহনশীল ক্ষমতা এবং ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা। ১৯৭১ সালে জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে জাতি মাত্র ৯ মাসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, সে জাতিকে কোনো কিছুই দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

প্যাকেজ-১: ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা দেওয়া, ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পসুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংশ্লিষ্ট শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেওয়া।

এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৯ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ ঋণ গ্রহিতা শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ-২: ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান:

ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পসুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেবে।

এ ঋণ সুবিধার সুদের হারও হবে ৯ শতাংশ। ঋণের ৪ শতাংশ সুদ ঋণ গ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ-৩: বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট ফান্ডের (ইডিএফ) সুবিধা বাড়ানো:

ব্লক টু ব্লক এলসির আওতায় কাঁচামাল আমদানি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইডিএফের বর্তমান আকার ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে। ফলে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ইডিএফ তহবিলে যুক্ত হবে। ইডিএফ-এর বর্তমান সুদের হার LIBOR + ১.৫ শতাংশ (যা প্রকৃত পক্ষে ২.৭৩%) হতে কমিয়ে ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হবে।

প্যাকেজ-৪: প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম (Pre-shipment Credit Refinance Scheme) নামে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণ সুবিধা চালু করবে। এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৭ শতাংশ।

প্যাকেজ-৫: ইতঃপূর্বে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধ করার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার একটি আপৎকালীন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

নতুন ৪টিসহ মোট ৫টি প্যাকেজে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা যা জিডিপি'র প্রায় ২.৫২ শতাংশ।

সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে চাপা রাখতে এসব প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘আশা করি, পূর্বে এবং আজকে ঘোষিত আর্থিক সহায়তার প্যাকেজসমূহ দ্রুত বাস্তবায়িত হলে আমাদের অর্থনীতি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা কাক্ষিক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।’

## 8)"Impact of Corona virus on SDG"

- লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)
  - Bank Recruitment Exam Boost(BREB)
  - গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।
- 
- The entire world is currently fighting the same battle - the fight against COVID-19. As each day passes, contentions about the global economy, political and economic orders, and healthcare systems continue to prevail in a myriad of discussions. The cost of the crisis in terms of loss of lives is painful, but the effects on the sustainable development prospects and the global economy are worrisome. Through many economic, social, and political avenues, this pandemic is heralded to affect the global development objectives at a vast scale, more prominently on the UN Sustainable Development Goals (SDGs).
  - The Sustainable Development Goals entails a vision of peace and prosperity for our world. The goals essentially acknowledge the irreconcilable trinity of equity, efficiency, and sustainability. This pandemic has uncovered the true colors of nations across the globe and has brought into question the very growth in achieving these goals and following of this triad. COVID-19 doesn't just come in the way of the attainment of the SDGs but calls for a reevaluation of its timeline since the existence of this onslaught has hindered the growth of its accomplishment.
  - First off, the pandemic has created more isolated economics with the closure of borders and international migration. There have also been various notions that have raised suspicion among nations. All these factors playing out has led to the failure of multilateralism across the globe. Ergo, the SDG that takes all of this in and slowly falls apart is Partnership for all the goals (17 No).
  - Inevitably, the pandemic severely affects SDG 3 (Good Health and Well-Being). As of May 2020, the virus has caught hold onto 4 million people and has taken the lives of over 4 lakh 58 thousand individuals. As the world has taken on the norms of social distancing and quarantine, we witness a heavy reliance on digital connectivity. However, the inability of being accommodated in the virtual world will lead

challenges in the equity dimension of holistic developing, causing higher levels of poverty, hunger and thereby hampering SDGs 1, 2, 4, 6 and 10 (No Poverty, Zero Hunger, Quality Education, Clean Water, and Sanitation and Reduced Inequalities respectively).

- The dent that the pandemic will leave of SDGs 8 and 9 (Decent Work and Economic Growth and Industry, Innovation and Infrastructure) is fretting. Inflation has collapsed around the world and the global economy meets its deepest recession since the Great Depression. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) claimed that the annual growth in the price of goods and services has slowed significantly since March as COVID-19 brought business activity to a near standstill. Although many services have moved into digital space, there is a slump and closures of traditional manufacturing.
- Contrariwise, reduced economic activity has led to nature's relief, emphasizing on the betterment of SDGs 13, 14, and 15 (Climate Action, Life below Water and Life on Land). Jim Scheer, Head of Data and Analytics at the Sustainable Energy Authority of Ireland asserted "We're expecting to see about a 25% drop in transport for 2020..." leading to a predicted 12% drop in Carbon Dioxide emissions. We have also seen the revival of many species.
- This pandemic showcases an opportunity for us to act in solidarity and take it as an impetus to achieve the SDGs. It has utterly displayed the weaknesses in our global system. As our world continues to deal with the challenges thrown by the pandemic, we cannot shift our eyes away from the achievement of the SDGs. We must seek to turn the crisis into an opportunity and ramp up necessary actions to achieve our goals. United we stand; divided we fall.

- **9) Prospects and challenges of Budget 2020-2021**

- লিখেছেনঃ **Latifur Rahman Liton (Admin)**
- **Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**
- গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে **Bank Recruitment Exam Boost** গ্রুপে জয়েন করেন।



- The Bangladesh government announced its annual budget on June 11 amid the Covid-19 pandemic crisis with still soaring virus infections and the infection curve showing no sign of flattening. The covid-19 pandemic has exposed the fault lines of the country's fragile healthcare system. Soaring numbers of infections will lead to pushing millions into poverty as the country is again reimposing zone-wise lockdowns. The reimposed lockdowns will further weaken the economy.
- The finance minister rolled out the budget with an outlay of Tk 568,000 crore for the financial year 2020-21. He had six months to prepare the last budget. This time there is a pandemic and so he couldn't come up with a budget in accordance to his own plans. Excluding foreign grants, the budget deficit stands at TK 190,000 crore accounting for 6 per cent of GDP. The budget document provided a revised GDP growth estimate for the financial year 2019-20 at 5.2 per cent, a downward shift from the original estimate of 8.2 per cent. However, it projected 8.2 per cent growth rate for the next financial year (2020-21).
- The country is currently reeling under severe negative economic and social impact arising from the Covid-19 pandemic. The budget allocated TK 29,692 crore for the healthcare sector. This represents an increase by 23 per cent from the revised allocation of TK 23,692 crore for the fiscal year 2019-20. The budget earmarked TK 10,000 crore exclusively to provide emergency response to deal with the pandemic.
- The finance minister also announced the economic recovery packages which stood at TK103,117 crore equivalent to 3.7 per cent of GDP. The minister also provided a number of strategic policy initiatives to deal with the negative economic fallouts caused by the pandemic. They include discouraging luxury expenditures (not very clear what constitutes luxury or not) and prioritising public expenditure to create jobs. Also, interest rate subsidy for businesses, expansion of the social security net and increased money supply are also parts of those strategic policy initiatives.
- The enhanced budget allocation for the healthcare sector and the stimulus packages announced are commendable and steps in the right direction. But given the scale of the crisis, these allocations can only be viewed as stopgap measures rather than long term measures, in particular to shore up the public healthcare system and to create a more expansive and inclusive social security network.

- The projected growth rate at 8.2 per cent for the financial year 2020-21 looks over optimistic. In view of the declining RMG exports (13 per cent contribution to GDP) and remittance inflows (9 per cent contribution to GDP), lower household consumption (the highest contributor to GDP) and declining private investment along with broader economic disruption caused by the pandemic, how the minister could expect a similar growth outcome like the one in 2018-19 (a normal year) remains puzzling.
- Bangladesh is possibly going through the most economically challenging time since its independence. Also, there is no semblance between the projected growth rate of 8.2 per cent and that projected by a multilateral institution like the World Bank (WB) which projected a growth rate to be in the range between 1.2 per cent and 2.9 per cent for 2020-21.
- The estimated revenue collection for the coming fiscal year is TK 378,000 crore but the total outlay stands at Tk 568,000 crore leaving a budget deficit of TK 190,000 crore. This fiscal deficit will now add to already accumulated public debt government debt) which is now equivalent 34 per cent of GDP (of which 38 per cent are external debt). The Debt-GDP ratio is likely to rise to 38.3 per cent by 2022-23.
- In Bangladesh budget deficit is financed through borrowing from internal and external sources, foreign grants and bonds. Bangladesh does not have deep and liquid bond markets, making it rather not effective. The finance minister did point out that the government would increase money supply while mitigating any inflationary pressure on the economy. Now what this 'increase in money supply' means is not totally clear; it can be assumed printing money using the government's right to do so. But that runs the risk of depreciation of the currency. For a trade dependent country like Bangladesh, this can boost inflation considerably. Also, fiscal deficits can widen the current account deficit and push up interest rates.
- we have to look at the composition of debt instead of just focusing on the aggregate levels of debt. What matters is not how much is borrowed, but how and where it is spent. If there is something to show for deficit spending, then there is a case for public borrowing. At this critical point in time, that will require keeping the fiscal

stimulus going until recovery is assured. Once mission is accomplished, it can be rolled back.

- **10) The challenge and prospects of Tourism**

- জাপান এবং বাংলাদেশের পর্যটন খাত নিয়ে লেখা। আশা করি, কাজে লাগবে।

- লিখেছেনঃ **Latifur Rahman Liton (Admin)**

- **Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**

- গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে **Bank Recruitment Exam Boost** গ্রুপে জয়েন করেন।

- The emergence of recent pandemic has devastated many sectors of our economy, including tourism. International flights along domestic tour packages have been cancelled, as a result of which experts have estimated an impending disaster in this sector.
- The World Tourism Organization (UNWTO) has revealed an estimation, revealing that Bangladesh will face a loss of about TK40 billion this year due to this pandemic (updated on 9 April 2020). On the other hand, the Tour Operation Association of Bangladesh (TOAB) foretasted a net loss of TK 57 billion this year. The vulnerability has rocketed as domestic travelers will have budget in future.

- Around 0.5 – 0.6 million foreign visitors came in Bangladesh in 2019, and this sector employs 1.1 million people. Maintaining social distance and health issues will accelerate the cost of travelling, a fact that stipulates a sharp drop in passengers' number. This situation is even threatening the developed countries also. Japan saw a 93% plunge in March (98.5% drop when compared to March 2019) and experts have predicted a drop of 30% to 80% for the year in which estimated target was attracting 40 million tourists. Last year tourists spent \$44 billion and this sector accounts for 7% of its GDP. So, the situation in Japan can easily be realized.
- Finally, even if we consider the condition of other countries' tourism sector, we shall find the very same situation. Moreover, after the pandemic, tourists have to maintain social distance and other hygiene factors. So, the extent to which this sector will resuscitate largely rests on policy makers and application of adaptive policies.

11) চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক /করোনা পরবর্তী চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক/ চীন-যুক্তরাষ্ট্র শীতল যুদ্ধ/চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক

লিখেছেনঃ **Latifur Rahman Liton (Admin)**

**Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**

**গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।**

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত লেখক পল ব্লাস্টেইন বলেছিলেন-"চীন - যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক তো সেদিনই চিরদিনের জন্য পরিবর্তন হয়েছে যেদিন চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাতে যোগ (২০০১ সালে )দিয়েছিলো"।

কোভিড-১৯ মহামারি চীন- যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে ইতিমধ্যে এমন একটা অবস্থায় এনেছে যেখানে বাণিজ্য যুদ্ধ সমাপ্তি নয়, বরং এখন নতুন করে শিক্ষা দেখা দিচ্ছে শীতল যুদ্ধের।

দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটনের একটি বড় অস্থিতির জায়গা হলো চীনের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি। মার্কিন-চীন বাণিজ্য ১৯৮০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২৩১ বিলিয়ন ডলারে উন্নতি হয়। মার্কিন-চীন বাণিজ্য ঘাটতি (সার্ভিস এবং পণ্য) মিলিয়ে ২০১৯ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ৬১৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার যা গত বছরের চেয়ে ১০ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার কম।

গত প্রায় এক যুগ ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নানা পদক্ষেপ নেবার পরও ওয়াশিংটন এই বিশাল বাণিজ্য বৈষম্যের কমার ক্ষেত্রে কোনো আলোর দিশা পায় নি। এর নেপথ্যে কাজ করেছে চীনের দুর্লভ ধাতু বা রেয়ার আর্থ মেটাল, যা আই ফোন থেকে শুরু করে মিলিটারি জেট ইঞ্জিনের মতো বহু পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয়।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান আদামাস ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী দুর্লভ ধাতু ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদনে বিশ্বের মোট সক্ষমতার ৮৫ শতাংশই চীন নির্ভর। আর, ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় দুর্লভ ধাতুর ৮০ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে চীন থেকে। আবার, এমন সমীকরণের মাঝে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির পূর্বেই ২০১৮ সালের ২৩ মার্চ চীন-আমেরিকা রেষারেষি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বাণিজ্যযুদ্ধকে কেন্দ্র করে, চীনা পণ্য লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামে যথাক্রমে ২৫% ও ৪০% শুল্ক আরোপ এবং ঐ বছরের ৭ জুন চীন কর্তৃক মার্কিন পণ্যে ২৫% শুল্ক আরোপের মাধ্যমে। দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সম্পর্ক উচ্চ ঝুঁকির সময় পার করেছে। মহামারির শুরু থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'নতুন করোনাভাইরাস চীনের তৈরি' এমন মন্তব্য করে আসছেন। জবাবে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে বেইজিং।

এদিকে, মহামারিকালে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিপাকে পড়েছে চীন। দুই দেশের পরস্পরকে দোষারোপের মধ্যেই দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা বেড়েছে। চীনের ওপর সামরিক চাপ বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মহামারির মধ্যেও সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে চীনা প্রশাসন। তাইওয়ান প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে। তাইওয়ানকে ১৮০ মিলিয়ন ডলারের টর্পেডো (যুদ্ধাস্ত্র) দেওয়ায় ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়েছে বেইজিং। এ ছাড়াও, হংকংয়ের 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' নিয়ে পাল্টাপাল্টি হুঁশিয়ারি দিয়েছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।

করোনা ভাইরাস পরবর্তী বিশ্ব নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবে দুই দেশের এমন মুখোমুখি অবস্থানে। পাল্টাপাল্টি অবস্থানে দুইদেশের উপর নিম্নলিখিত প্রভাব পড়তে পারে বলে হতাশা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরাঃ

১. যুক্তরাষ্ট্র একঘরে হয়ে যাবার সম্ভাবনাঃ চীন তাদের করোনাকালীন কূটনীতি বজায় রেখে মিত্রতা বাড়ানোয় প্রতিবেশিসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে। ফলে, একঘরে হবার সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র।

২. অসম মুদ্রা বাজার সৃষ্টি হতে পারেঃ চীনের ইউয়ান ও আমেরিকার ডলারের মুদ্রার বিপরীতে কমতে বা বাড়তে পারে অন্যান্য মুদ্রার মান। ফলে অসম মুদ্রাবাজার সৃষ্টি হতে পারে।

৩. প্রযুক্তি যুদ্ধের সম্ভাবনা ঃ সম্প্রতি চীনা হ্যাংহুয়ে নিষিদ্ধ করায় তারা Android, Youtube ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যাতে করে চীন আগ্রাসী হবে প্রযুক্তি যুদ্ধে। নিষিদ্ধ করায় তালিকায় যোগ হতে পারে মার্কিন পণ্য।

৪. EU তে প্রভাবঃ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে USA এর ক্ষতি মানে EU এর দেশ গুলোর ক্ষতি।

৫. চীনে বিনিয়োগ হ্রাস পাবেঃ প্রায় ৭৯ টি কোম্পানী চীন ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে, বেশিভাগই Electronics কোম্পানী। সুতরাং, বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে চীন।

সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রট দুটো দলই দেশের বিরাজমান চীন বিদ্বেষকে নির্বাচনী প্রচারণায় কাজে লাগাতে চায়। আবার এ-ও হতে পারে চীনের উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে, চীনকে করোনাভাইরাসের জন্য দায়ী করে ক্ষতিপূরণ দাবি করার উদ্দেশ্যেই এতো সব কথা। ট্রাম্প ইতিমধ্যে বলেছেন, চীনের কাছ থেকে কোভিড-১৯ এর জন্য ক্ষতিপূরণ চাইবার কথা।

বলা বাহুল্য যে, সামনের দিনগুলোতে ওয়াল স্ট্রিট সকল সুবিধা বিবেচনায় চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে যা একটি আসন্ন শীতল যুদ্ধকে থামিয়ে দিতে পারে। তবে চীন-মার্কিন সম্পর্ক যদি শেষ পর্যন্ত একটি শীতল যুদ্ধের দিকে গড়ায় তবে তা নিশ্চয়ই মারাত্মক প্রভাব ফেলবে করোনা বিধ্বস্ত বিশ্বে, ছোট-বড় কোনো দেশই যা থেকে রক্ষা পাবে না।

## 12) বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে AIIB এর কার্যকারিতা

লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)

### Bank Recruitment Exam Boost (BREB)

**গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৪ সালে ব্রিটেন উডস সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বের ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে গড়ে উঠে বিশ্বব্যাংক। দীর্ঘ দিন পথ অতিক্রমকালে সাফল্য যেমন আছে তেমন সমালোচনাও নেহায়ত কম নয়।

আবার, এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিশেষভাবে অবকাঠামো নির্মাণকে সমর্থন করার লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে ৮২ জন সদস্য এবং ২০ জন সম্ভাব্য সদস্য সমন্বিত এক বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক, এশিয়ার অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (এআইআইবি) চীনের নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সেরা প্রদর্শনী। অনুমোদিত মূলধনসহ সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যতার মোট ৫০% সংখ্যক সদস্যের অনুমোদনের পরে ব্যাংকটি ২৫ শে ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে চুক্তি হওয়ার হবার পরে ২০১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করে।

জাতিসংঘের মহাসচিব এআইআইবি'র উদ্বোধনকে "টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধি" এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রশাসনের উন্নতির সম্ভাবনা বলে সম্বোধন করেছেন। ব্যাংকের প্রারম্ভিক মূলধন ছিল 100 বিলিয়ন ডলার, যা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মূলধনের ৩ ভাগের ২ ভাগ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রায় অর্ধেকের সমান।

বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রম বিভিন্ন সংস্থা ও গবেষণার দ্বারা সমালোচিত হচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে, বিশ্বব্যাংকে যুক্তরাষ্ট্রের ঢাল বলে মনে করা হচ্ছে যা বিশ্বব্যাপী তাদের স্বার্থ হাসিলে কাজ করছে বলে উল্লেখ করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিবেদনে। বিশ্বব্যাংকের বিকল্প ভাবার আরেকটি বিশেষ কারণ হচ্ছে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও ঋনদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে। উদাহরণ হিসেবে আফ্রিকার দেশগুলোকে ধরা যায়, আফ্রিকার দেশগুলো বিশ্বব্যাংকের ঋণ গ্রহণ করার পরেও দারিদ্র্যের কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং আরো ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের কার্যাবলীতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ায় ঋন প্রদানে উন্নয়নশীল দেশ গুলো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ যত কম সুদের হার তত কম নয়। ফলে, সচরাচর উন্নয়নশীল দেশ সহ অন্যান্য দেশ ঋণ পরিশোধে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

এসব বিষয়গুলো বিবেচনায় আনলে, এআইআইবি নতুন গড়ে উঠেও বেশ প্রশংসনীয়। ইউরোপের অনেক শক্তিশালী দেশ এ ব্যাংকে যুক্ত হচ্ছে এবং ইউরোপীয় অনেক দেশের সদস্যপদ প্রক্রিয়াধীন। এ ব্যাংকের কার্যাবলী গুলোকে তুলে ধরলে বিশ্বব্যাংকের সাথে সহজেই এই প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বোঝা যায়ঃ সহজ শর্তে ঋণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ, নিউ সিল্ক রোডের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং সর্বোপরি আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে কেন এআইআইবি কে ভাবা হচ্ছে তার কিছু যুক্তি তুলে ধরা হলঃ

১. এআইআইবি এর প্রারম্ভিক মূলধন বিশ্বব্যাংকের চেয়ে বেশি এবং দিন দিন এর পরিমাণ বাড়ছে যেখানে বিশ্বব্যাংকের মূলধন কমে যাচ্ছে।

২. বিশ্বব্যাংক structural adjustment policy এর উপর ভিত্তি করে ঋণ দিলেও AIIB গুরুত্ব দেয় PRC policy উপর যার উপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন কার্যকর হবে।

৩. বিশ্বব্যাংক অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে ঋণ দানে নিরুৎসাহিত হচ্ছে যেখানে AIIB এখানে ঋন বৃদ্ধি করছে।

৪. করোনা পরিস্থিতি ও তেলের মূল্য হ্রাসে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বব্যাংকে অবদানের পরিমাণ কমেছে, পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে তা আরো কমবে, যাতে ইউরোপীয় দেশ গুলো বিশ্বব্যাংক নির্ভরতা কমে AIIB মুখী হচ্ছে।

৫.আফ্রিকার ভাগ্য পরিবর্তনে যেখানে বিশ্বব্যাংক ব্যর্থ সেখানে AIIB আফ্রিকায় মনের পরিমান বাড়িয়ে নতুন আফ্রিকান দেশগুলোকে যুক্ত হচ্ছে।

করোনা কালীন সময়ে বেইজিংয় নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকটির ঋণ অনুদানের বিষয়টিও প্রশংসনীয়। ২১ শে মে, ২০২০ অবধি চীন নেতৃত্বাধীন এআইআইবি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সদস্য দেশগুলিকে তার ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কোভিড -১৯ ক্রাইসিস রিকভারি ফ্যাসিলিটি থেকে মে মাসের শেষদিকে ইন্দোনেশিয়ায় ৫০ মিলিয়ন ডলারের একমাত্র ঋণ অনুমোদন করেছে। চীন এপ্রিলের প্রথম দিকে এই সুবিধা থেকে প্রথম ঋণ পেয়েছিল। ফিলিপাইন এখনও তার প্রস্তাবিত মার্কিন ৭৫০ মিলিয়ন ঋণের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (এআইআইবি) করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশকে ২৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সুবিধা অনুমোদন করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে AIIB তার লক্ষ্য ও ঋণ দান অক্ষুণ্ণ রাখলে তার বিস্তার ঘটাও পুরো বিশ্বে, যদি না বিশ্বব্যাংক তাদের দুর্বলতাগুলো নিয়ে কাজ না করে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত বিশ্বব্যাংক অপরদিকে চীনা সমর্থিত এআইআইবি দুই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদি সমস্ত বিভেদ ভুলে বিশ্বকে এগিয়ে নিতে কাজ করে তবে সকল দেশ উপকৃত হবে। আর, তা না করে বিশ্বব্যাংক তাদের লক্ষ্য থেকে সরে গেলে AIIB সেই স্থান দখল করবে এটাই স্বাভাবিক।

### 13) করোনায় কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির ভূমিকা

লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)

Bank Recruitment Exam Boost(BREB)

গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের জিডিপি তে কৃষির অবদান ১৩.৪০% এবং দেশের জনশক্তির ৪০.৬% কৃষিকাজে নিয়োজিত (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯)। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়তে পারে বিশ্ব-এমন পূর্বাভাস



দিয়েছে বিভিন্ন বিশ্ব সংবাদ সংস্থা। আর এ কঠিন দুর্যোগেও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে এই কৃষি খাত। মূলত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি দাড়িয়ে আছে কৃষি, তৈরি পোশাক ও প্রবাসী শ্রমিকদের বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেন্সের উপর। শেষের দুটি কোন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয় কিন্তু কৃষি চিরস্থায়ী। নানা রকম প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেও তারা টিকে থাকে, জাতিকে ক্ষুধা মুক্ত ও অপুষ্টি থেকে রক্ষা করে।

করোনার কারনে শিল্প, কারখানা, পরিবহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ থাকলেও বন্ধ থাকেনি কৃষি ও কৃষকের উৎপাদন কর্মকাণ্ড। সফলভাবে হাওড়ের বোরো ধান কাটতে পারা এবং এখন পর্যন্ত ভাল দাম পাওয়ায় কৃষকের মনে কিছুটা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমি আছে মাত্র ০.৮ হেক্টর, যেখানে জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এ অবস্থা স্বত্তেও গত বছর প্রায় ৪ কোটি ৪৬ লাখ টন দানা জাতীয় খাদ্যশস্য আমরা উৎপাদন করেছি। ফলে আমাদের মোট জাতীয় আয় ৩৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

কৃষি অধিদপ্তরের মতে করোনা কালীন সময়ে ৪৭.৫৪ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদ হয় এবং আবাদের লক্ষমাত্রা ২, ৯৪, ৩৬, ০০০ মেট্রিক ট্রনের বিপরীতে আবাদ হয়েছে প্রায় ৩ কোটি মেট্রিকটন। এ বছর সরকার সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান, ১০ লক্ষ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল, ১.৫ লক্ষ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহ করে গুদামজাত করেছে। সরকারের সহযোগিতা ও উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ ধান উত্পাদনে ইন্দোনেশিয়া কে ছাড়িয়ে ওয় অবস্থানে। আলু, গম আগেই তোলা হয়েছে, আউশধান ও পাট বোনা হয়েছে। ভয় ছিল তরমুজ নিয়ে কিন্তু সরকারের হস্তক্ষেপে জরুরী পন্য পরিবহন ব্যবস্থা চালু করায় সেটাতেও এসেছে সাফল্য। দেশের মানুষ এই ক্রান্তিকালেও মধুমাসের সকল ফল এর যোগান পাচ্ছে এই মেহনতি হাত সচল থাকায়। আশ্পানের বিশ্বংসী আগ্রাসনে ১৫% আম নষ্ট হবার পরেও রাজশাহী ও দিনাজপুরে সর্বমোট ৬০ মেট্রিক টনের মতো আম ও লিচু উৎপাদন হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে সরকারের বিভিন্ন শর্ত আরোপে গবাদি পশু উত্পাদন অবিক্রিত থাকবে ৬০% তার পরেও এ খাত টিকিয়ে রেখেছে দেশের অর্থনীতিকে।

করোনা ভাইরাস এর প্রভাবে কল কারখানা বন্ধ থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়া প্রায় ২ কোটি মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেছেন। কেউ কেউ গ্রামে ফিরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তার একখন্ড অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাতে। আবার এত অধিক মানুষের ভারে গ্রামের আবাসন, কর্মসংস্থান ও খাদ্য যোগানে কিছুটা চাপেরও সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে করোনার প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষককে টিকিয়ে রাখতে ২৯ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা ( মোট বরাদ্দের ৩.৬%) বরাদ্দ দেওয়ায় আশার আলো দেখা গিয়েছে। কৃষিখাতে গতি আনয়নে সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা সহ বিভিন্ন ভর্তুতি রেখেছে বাজেটে। বাজেটে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ৫০%, কৃষি পণ্য রপ্তানিতে ২০% এবং কৃষিখাতে বিদ্যুত বাবহারে কর রেয়াত ২০% ঘোষনা

করা হয়েছে। বাজেট অধিবেশনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিকড়কে সন্ধান করতে বলেছেন, আর আমাদের শিকড় হলো আমাদের কৃষি, যা আমাদের অর্থনীতির বৃহৎ চালিকাশক্তি। ইতোমধ্যেই সরকার কৃষি বীমা করার পরিকল্পনা করেছে। খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে মধ্যমেয়াদী (২০২০-২০২৩) পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। দেশের ফসল উৎপাদন সহ কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও সংশ্লিষ্টদের জীবন জীবিকা নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ। কেননা গ্রামের উন্নয়ন ও গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে গেলে শুরুতেই আসে কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প, বানিজ্য ও সেবা খাতের উন্নয়ন। আমাদের নদীচর বিশেষত পদ্মা, মেঘনা যমুনা নদীর তিন- চার লাখ হেক্টর আবাদযোগ্য চরাঞ্চলে অর্থকরী ফসলের আবাদ শুরু করে আমরা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে পারি।

কৃষিখাতে করোনার প্রাদুর্ভাবের প্রভাব খুব সীমিত। এই প্যাকেজ কৃষিতে করোনার প্রভাব রোধসহ কৃষিকে বেগবান করবে বলে আমরা আশা করা যায়।

এতদসত্ত্বেও করোনার প্রাদুর্ভাবে এদেশে মৌলিক অর্থনীতি তথা কৃষিখাতের ওপর প্রভাব যাতে না পড়ে সে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

১) সরকার কৃষিক্ষেত্রে যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সে প্যাকেজের উদ্দেশ্যমতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়নপূর্বক যথোপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা।

২) কৃষিখাতের প্রণোদনা পাঁচ হাজার কোটি (৪% সুদে) থেকে আরও বাড়ানো দরকার বলে আমি মনে করি। কৃষিখাতকে শক্তিশালী করাই হওয়া উচিত করোনা অর্থনীতির মূল কাজ।

৩) কৃষিতে চলতি মূলধনভিত্তিক খাত যেমন- হটিকালচার, মৎস্য, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাতে অর্থসংস্থান জরুরিভিত্তিতে করা সম্ভব হলে কৃষিখাতে ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

৪) এই মুহূর্তে শস্য ও ফসলখাতেও প্রণোদনা প্রয়োজন। শস্য ও ফসল উৎপাদন পূর্বের অবস্থা বজায় রাখা এবং উৎপাদনকে আরও বেগবান করা দরকার। কারণ এই পরিস্থিতি কতদিন চলবে তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না এবং চলমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার পর আবার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে কিনা এসব বিষয় আরেকটু ভেবে দেখা দরকার।

৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিপত্র অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক এই লোন দিতে বাধ্য নয় বরং লোন আদায়ের দায়ভার ওই ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত। তাহলে বেসরকারি ব্যাংকগুলো এ ধরনের লোন প্রদানে কতটা আগ্রহী হবে! এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে পরিপত্রে বাধ্যতামূলকভাবে লোন দিতে হবে উল্লেখ করলে ভালো হতো।

৭) আমাদের কৃষক ভাইয়েরা এই করোনাযুদ্ধের সৈনিক বলে আমি মনে করি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিকভাবে কৃষক ভাইয়েরা করোনা মোকাবিলায় ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে शामिल থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষক নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে।

৮) প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ, বীজ, সার, বালাইনাশক, সেচ ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা না হয় সে দিকে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

৯) কৃষকদের উৎপাদিত মৌসুমি ফসল ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল, তেলবীজ, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, গুড় ও পাটসহ অন্যান্য ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০) রাজস্ব খাতের প্রণোদনা ও বাস্তবায়নাধীন কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

১১) কৃষিপণ্যের পরিবহন, গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ নিবিঘ্ন হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

১২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত নির্দেশনা- চাষযোগ্য প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল উৎপাদন করতে হবে। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে কৃষিবিভাগকে অত্যন্ত আন্তরিক হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উপর নির্ভর করেই অর্থনীতিকে স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। আর, উপরোক্ত বিষয়াদি পালন অব্যাহত থাকলে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, ঘুরে দাঁড়াতে বঙ্গবন্ধুর কৃষি অর্থনীতির বাংলাদেশ।

#### 14) করোনা মোকাবেলায় ব্যাংক/কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা

লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)

#### Bank Recruitment Exam Boost(BREB)

**গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।**

কোনো বড় ধরনের সংকটে দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের জন্য ব্যাংকিং খাতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারি যখন বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও ভগ্নপ্রায় করে তুলেছে, তখন এই সংকট উত্তরণের অনুঘটক হিসেবে বন্ধপ্রায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি ফেরাতে এবং আয় হারানো মানুষের মাঝে তারল্য প্রবাহ সঞ্চারণের জন্য ব্যাংকিং খাতের অংশগ্রহণ অত্যাৱশ্যকীয় হয়ে উঠেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশে কয়েক লাখ মানুষ করোনা আক্রান্ত হবে। যদিও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা কম। কিন্তু আক্রান্তের তুলনায় মৃতের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

যেকোনো মহামারির দুটি পর্যায় রয়েছে, প্রথমটি হচ্ছে স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় এবং দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক বিপর্যয়। বিশ্বের সবগুলো দেশই এই মুহূর্তে স্বাস্থ্যকে মূল প্রাধান্য দিয়ে অর্থনীতিকে সচল রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামনের দিনগুলোতে অপেক্ষা করছে।

২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক মন্দার কারণ ছিল ব্যাংক এবং রিয়েল স্টেট কোম্পানিগুলোর যোগসাজশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার ফাঁকফোকরকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা, ইউরোপের বড় বড় ব্যাংক সে সময়ে যাচাই-বাছাই না করে রিয়েল স্টেটে লোন দিয়েছে। তেমনিভাবে অন্যান্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোও তাদের ব্যবস্থাপকদের বিশাল অঙ্কের বোনাস, কমিশন এবং পে চেক দিয়েছে, ফলে সারা বিশ্বেই একরকম একটি কৃত্রিম তারল্য সংকট তৈরি হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন ধুঁকছিল, তখন বাংলাদেশের অর্থনীতি মোটামুটি সুরক্ষিত ছিল। এই সুরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া মুদ্রানীতির মধ্যে অন্যতম ছিল তারল্য সরবরাহ সঠিক রাখা এবং সুদের হার কমিয়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল রাখা।

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে প্রায় ১ লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। সরকার ব্যাংকগুলোতে সুদের হার ৯ শতাংশে নির্ধারণ করেছে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে; তার ফলে ব্যাংকগুলো অনেক টাকার মুনাফা হারাবে।

এই পরিস্থিতিতে ব্যাংকারদের ধারণা, ছোট ছোট ব্যাংকগুলো গড়ে ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা এবং বড় ব্যাংকগুলো ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকা লোকসান দেবে চলতি বছরে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গেল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৯ লাখ ৬৯ হাজার ৮৮২ কোটি টাকোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ১১ দশমিক ৯৯ শতাংশ। এর তিন মাস আগে (গত জুন শেষে) মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। সে হিসাবে তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ ৩ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা বেড়েছে। ইতোমধ্যে ১৩ টি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি কমেছে (১)-গ্রাফ (কমেন্ট)

এসব বিবেচনায়, গত ৩০ এপ্রিল এডিবি বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ অনুমোদন করে। নতুন করে এই অনুমোদনের পর এখন মোট ৬০২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী ঋণ অনুমোদন করল সংস্থাটি(২)। এছাড়া (করোনা ভাইরাস)-এর কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক(৩)

এহেন পরিস্থিতি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয়ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংক গুলোকে বিভিন্ন অবস্থা পর্যালোচনা করে তাতে কার্যক্রম চালাতে হবেঃ

১. গ্রাহক চেনা, তার ব্যবসা চেনা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়ের ক্ষতি নিরূপণ করা, কি পরিমাণ টাকা তার এই আপদকালীন সময়ে লাগবে, সেটা নিরূপণ করা, সিআইবি সংগ্রহ করা, ক্রেডিট রিপোর্ট দেখা, জমি/সিকিউরিটির মূল্যায়ন করা ইত্যাদির ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা।

২. বাংলাদেশ ব্যাংক তার সিআরআর ৫.৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছে, রিপো রেট .২৫ শতাংশ কমিয়েছে। এইধারা অব্যহত রাখতে হবে।

৩. পাশাপাশি কৃষি এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের জন্য সরকার প্রণোদনা বা সহজ ঋণের ঘোষণা করেছে, যেটির বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪. যদি রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্সের ধারা আগামী কয়েক মাস নিম্নমুখী থাকে, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংককে বন্ড ইস্যুর কথা ভাবতে হবে।

৫. যদি তাতেও সংকট না কমে, তাহলে সবশেষ পদক্ষেপ হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতায় মুদ্রা ছাপিয়ে দেশের মুদ্রা সরবরাহকে সচল রাখা

৬. ব্যাংকগুলোকে অনলাইন নির্ভরতা বাড়িয়ে ক্যাশ নির্ভরতা কমাতে হবে করোনা মহামারি ছড়ানো হ্রাস করতে।

উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় ব্যাংকগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

করোনার কারণে একদিকে মানুষের জীবনের প্রশ্ন আরেক দিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি। প্রতিটি দেশ এই অবস্থার ভুক্তভোগী এবং এখনকার অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ নয় বরং সঠিক অর্থনৈতিক সমন্বয় হবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশ ব্যাংক যেমনভাবে ২০০৮-০৯-এর পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে, তাতে এই প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য নিয়ে কারও প্রশ্ন নেই। কিন্তু যথাযথ নেতৃত্ব, সরকারসহ ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করে কীভাবে এই ব্যাংক আগামী কয়েক মাসের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে, সেটির ওপরই আগামী অন্তত দুবছরের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে।

**15) Steps to solve the problem of default loan in the banking sector"/ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ সমূহ**

**লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)**

**Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**

**গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করেন।**

There is no substitute for building a strong banking system to accelerate the economic development of a country and make it sustainable. Therefore, it is very important for the development of the banking sector, to keep the banking sector strong. The banking sector is playing a leading role in the economic and social development of the country.

If for any reason the loan money or installment is not repaid after the stipulated time as per the terms of the contract, the loan is considered as defaulted loan.

There are many reasons behind defaulted loans. Such as:

1. Lending without adequate screening and proper process;
2. Approval of loans by exerting political influence in government banks and influence of directors in private banks.
3. Lack of monitoring.
4. Tendency to make extra profit.
5. To provide special benefits to the borrowers through full formation.
6. Lack of skilled manpower.
7. Lack of good governance.

According to Bangladesh Bank sources, 25% of loans disbursed by public sector banks and 10% of loans disbursed by private banks are in default. In December last year, the defaulted debt was 94,331 crore taka or 9.32 percent. The news of some relief is that the defaulted debt has decreased by about Tk 1,800 crore in three months. But banks say this is not the true picture of defaulted loans. Because, no one is being identified as a defaulter now because of Corona. At the end of September of the outgoing year, 12 banks had a capital deficit of Tk 17,660 crore. According to the IMF, the total amount of non-performing loans in the banking sector as of June 2018 stood at 2,40,000 crore taka, which is really worrying.

When a large portion of the loan goes into default, it has a negative impact on the overall banking sector.

The negative impacts are:

1. Banks run out of capital. As a result, customers and officials are deprived of fair benefits.
2. It becomes difficult to sell mortgaged assets as opposed to loans.
3. Profiting decreases as a result of provisioning.
4. The borrower's loan quickly becomes a classified loan.

One of the challenges of the country's banking sector in the coming days is to reduce the amount of default loans.such as:

1. To change the law first;
2. To make the money loan court effective and effective in recovering defaulted loans.
3. To try to recover the loan disbursed through agreement with the defaulter.
4. Proper monitoring before disbursement of loan. 5. Giving up the tendency to make extra profit.
6. To recruit skilled manpower.
- 7.To follow the instructions of Bangladesh Bank properly.

The state has to boycott the debt defaulters. Debtors who are victims of the situation need to be saved with incentives and financial and management support. A social environment needs to be created so that borrowers are forced to repay the money. If the bank does not take effective steps, the defaulted loans in the banking sector will not decrease. At the same time, the confidence of the people will not increase. The wheel of economy will not move. Therefore, good governance is needed in the banking sector to take the overall economy of the country forward.

**16) মেগাপ্রকল্পে করোনা ভাইরাসের প্রভাব**

**লিখেছেনঃ Latifur Rahman Liton (Admin)**

**Bank Recruitment Exam Boost(BREB)**



**গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস রাইটিং পেতে এবং ১০০ মার্কের ব্যাংক প্রিলি প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে Bank Recruitment Exam Boost গ্রুপে জয়েন করুন।**

মেগাপ্রজেক্ট বলতে বড় আকারের, জটিল কাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গুলোকে বোঝায় যার সাথে একাধিক সরকারী এবং বেসরকারী অংশীদার প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য, মেগাসিটি সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জনের প্রবণতা অনুসরণ করে অবকাঠামোগত মেগাপ্রকল্পগুলি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চালক। তবে বেশিরভাগ মেগাপ্রকল্পগুলি মহামারী এবং কয়েক মাসের স্থবিরতায় জন্য থমকে গেছে।

মেগা প্রকল্পগুলিতে মহামারীর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সরকারের পরিকল্পনাটি, ২০২০-২০২১ অর্থবছর অনুসারে ৩০% প্রকল্পের জন্য তহবিল স্থগিত করে নতুন এডিপির আওতায় ১৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। সেগুলো হলোঃ পদ্মা বহুমুখী সেতু, পদ্মা সেতু রেল লিঙ্ক, মেট্রো রেল, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল সংযোগ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং মাতারবাড়ী ১২০০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো ছয়টি উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্পটি টাঙ্কফোর্সের বিশেষ তদারকিতে রয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু ব্যতীত এই সমস্ত প্রকল্প বিদেশী সহায়তার দ্বারা সমর্থিত।

এই প্রকল্পগুলিতে বিদেশীদের বিশেষত চীনদের সিংহভাগ অংশীদারিত্বের কারণে মহামারীটির কারণে ধীরগতির জন্ম হয়, যা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সাম্প্রতিক রিপোর্টে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

প্রকল্পগুলোর বর্তমান অবস্থা তুলে দেওয়া হলোঃ

১. পদ্মা বহুমুখী সেতুঃ ফাস্ট ট্র্যাকের প্রতিবেদন অনুসারে, মে, ২০২০ অবধি সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪০১৪ কোটি টাকার মধ্যে ২,৮৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যার ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ না হবার প্রবল আশংকা প্রকাশ করছে প্রতিবেদনে। প্রকল্পের মোট অগ্রগতি ৭৯.৫০%, মূল সেতুর অগ্রগতি ৮৭.৫০% এবং নদী শাসনের অগ্রগতি ৭২%।

২. মেট্রোরেল প্রকল্পঃ ডিপোগুলোর ৬৮% সহ মোট ৪৫% এবং উত্তরা এবং আগারগাঁয়ের মধ্যে নয়টি স্টেশন নির্মাণের ৭১.০৯% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে সংশোধিত এডিপির ৪৩২৬.৭৩ কোটি টাকার মধ্যে ২৩২৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৩. পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পঃ এই প্রকল্পে ৩৬৮৪ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ১২৯৮ কোটি টাকা ব্যয় করে অবকাঠামোগত অগ্রগতি ২৪.৪৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৫২%।

#### ৪.রামু -মায়নমার রেল সংযোগঃ

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং মায়নমারের সীমান্ত পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইনের ডাবল গেজ ট্র্যাকের রামু-গুনডাম পর্যন্ত ইতোমধ্যে ৯৯৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যেখানে এখানে বরাদ্দ ১১৩৫ কোটি টাকা। যেখানে অবকাঠামো ও আর্থিক খাতে যথাক্রমে ৩৯% এবং ২৬.৬৫% অগ্রগতি রয়েছে।

৫. মাতারবাড়ী ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার পাওয়ার প্ল্যান্টঃ আরএডিপিতে ৩৬৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যেখানে অবকাঠামো ও অর্থায়নে যথাক্রমে ২৯.৭৫% এবং ৩৩.৩২% ব্যয় হয়েছে, ব্যয়ের পরিমাণ ৩২০১ কোটি টাকা।

৬.রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রঃ এটি সবচেয়ে বড় প্রকল্প, মেয়ের অবধি কেবল ৭৮৭৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যেখানে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ১৫৬৯১ কোটি টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ২৫.০৪%।

অন্যান্য মেগা প্রকল্পের মধ্যে কর্ণফুলী নদীর সুড়ঙ্গের জন্য ১,৫৫০ কোটি টাকা, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের জন্য ৭৫৫ কোটি টাকা, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণে (প্রথম পর্ব) পরবর্তী এডিপিতে ২,৯০০ কোটি টাকা,পায়রা বন্দর অবকাঠামো উন্নয়নে ৩৫০ কোটি টাকা, পায়রা বন্দর প্রথম টার্মিনাল নির্মাণে ৩৫০ কোটি টাকা, রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উত্তোলন লাইনে ৫৮৫ কোটি এবং কুড়িল-পূর্বাচল খাল খননে ১,৩১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এসব প্রকল্পের সাথে জড়িত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ভিসার অনুমতি এবং যথাযথ স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে যতদ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে কাজের অগ্রগতি চলমান রাখার চেষ্টা করছে। এই মহামারীটি পৃথিবীর জন্য একটি বিপর্যয়ের তবে বিপর্যয় কাটিয়ে প্রকল্প গুলোর কাজ শেষ হলে দেশ ভাল কিছু পাবে, আশা বিশেষজ্ঞদের।

#### বিশেষজ্ঞদের মতে-

১. পদ্মা সেতু আসন্ন তিনটি বন্দর সহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমঅঞ্চলের জেলাগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করবে এবং অর্থনীতি পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

২. দেশ এখন ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উত্পাদন করে এবং করোনা পরবর্তী সময়ে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুত যা আমদানী করে তা অর্ধেক নেমে আসবে।

৩. মেট্রোরেল যুক্ত করে, ভূগর্ভস্থ টানেল প্রকল্পগুলি কার্যকর করা হচ্ছে যা দেশের অর্থনীতি ও যোগাযোগ খাতের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিকে প্রকল্পগুলো এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। যেমনঃ

১. সরকার কীভাবে দ্রুততর সময়ে কাজগুলো এগিয়ে নিতে পারে সে বিষয়ে পরিকল্পনা আরো জোরদার করা উচিত।

২. বিদেশীদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে আমাদের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ তৈরি করার উপর জোর দেওয়া উচিত।

৩. চীন সরকার পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দিয়ে প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করার জন্য দেশকে আশ্বাস দিয়েছে। আমাদের এ বিষয়ে তাদের সাথে সঠিক চুক্তি বজায় রেখে কাজ চলমান রাখা উচিত।

মেগা প্রকল্পগুলোর সমস্ত সাফল্য সমগ্র জাতির আশা এবং সমৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি। এর উপর অনেকটা নির্ভর করছে ভবিষ্যত বাংলাদেশের অর্থনীতির বিরাট অংশ। বাংলাদেশ সরকার এই মহামারী চলাকালীন সময়ে ও দেশের সকল মানুষের সুখের জন্য সংগ্রাম করে প্রকল্পগুলো চালু রেখেছে যা অবশ্যই প্রশংসের দাবিদার। আর, এ প্রকল্প গুলো সম্পন্নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এটাই প্রত্যাশা দেশবাসীর।